গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
(চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখা)
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।
E-mail: dg@dnc.gov.bd Website: www.dnc.gov.bd

নং-৫৮.০৪.০০০০.০০৮.০৬ ?২.১৮/ ৬৬৭

তারিখ: ১১ চৈত্র, ১৪২৭
২৫ মার্চ, ২০২১

১৪ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন কর্মসূচির কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	: মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।
তারিখ ও সময়	: ১৪ ডিসেম্বর ২০২০, সকাল ১০.০০ ঘটিকা।
স্থান	: অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-৭)।
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট 'ক'।

মু. নুরুজ্জামান শরীফ এনডিসি , পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)সভায় আগত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি তার বক্তব্যে বলেন যে, অধিদপ্তর প্রথমবারের মতো এ ধরণের একটি কর্মশালার আয়োজন করেছে। আপনাদের কাছ থেকে এ বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত নিয়ে সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হবে। এসময় তিনি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেন। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের কোনো কর্মসূচি নেই। বর্তমান সরকারের এ্যাকশন প্লান, এপিএ, নির্বাচনী ইশতেহার ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি।

মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার, মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন যে "পুনর্বাসনের মাধ্যমে মাদকাসক্তদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে। পাশাপাশি দেশ উন্নত হচ্ছে, সেদিক বিবেচনা করে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রটি নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাদকের বিরুদ্ধে যে জিরো টলারেন্স কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন তা বাস্তবায়নের জন্য মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের কর্মসূচি অত্যন্ত জরুরি। এ কর্মশালায় আপনাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী কর্মসূচি নেয়া হবে। সরকারের যে সকল মন্ত্রণালয় পুনর্বাসন কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে তাদের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন কার্যক্রমে আমাদের সাহায্য করবেন মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

"কর্মশালার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডা: রাহেনুল ইসলাম।"

সৈয়দ ইমামুল হোসেন, চীফ কনসালটেন্ট, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, তেজগাঁও ঢাকা বলেন যে- "প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা অবকাঠামো প্রয়োজন। সরকারি ও বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র থেকে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার পরে তাদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যমান ফি এক্ষেত্রে কমাতে হবে। কিশোর বয়স থেকে মাদকের কুফল থেকে শিক্ষা দিতে হবে। শিশু, কিশোর ও নারী মাদকাসক্তদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রশিক্ষণের পর চাকুরীর ব্যবস্থা করতে হবে।"

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন, উপসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেন যে, "অধিদপ্তরকে পুনর্বাসনের জন্য আগামী ০৫-১০ বছরের জন্য এবিষয়ে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে। প্রশিক্ষণ হতে হবে ব্যক্তির চাহিদার উপর ভিত্তি করে। যুব ও মহিলা অধিদপ্তরের সাথে এবিষয়ে একটি MoU স্বাক্ষর করা যেতে পারে। সিএসআর ফান্ডের অর্থের একটি অংশ অত্র অধিদপ্তরের তহাবিলে দিতে হবে।"

সাবিনা ফেরদৌস, উপসচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন যে,"শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এবিষয়ের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সংযুক্ত করতে হবে।"

এ.কে.এম শহীদুল্লাহ, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় বলেন যে, "মাদকের কুফল সম্পর্কে গণসচেতনতা বাড়াতে হবে। প্রশিক্ষণ হতে হবে ব্যক্তির চাহিদার উপর ভিত্তি করে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের একটি সংযোগ থাকতে হবে। মাদকাসক্তদের বিষয়ে একটি বিস্তারিত গবেষণা হওয়া উচিত।"

এ এম হাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক, ময়মনসিংহ বলেন "মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কি করা উচিত তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে। সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে। ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র থেকে এ পদক্ষেপ নিতে হবে।"

উম্মে জান্নাত, আহসানিয়া মিশন মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র বলেন যে-"চিকিৎসা থেকে শুরু করে পুনর্বাসন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে নারীরা সামাজিক স্টিগমার শিকার হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংযোগ করলে নারী মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।"

[illegible]মামুল ইসলাম রনি সভাপতি, মিরপুর ফোরাম মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র বলেন যে- "মাদকাসক্তদের আত্মবিশ্বাসের লেভেল বাড়াতে হবে। নিজেদেরকে মাদকাসক্ত রোগী হিসেবে পরিচয় দিয়ে প্রশিক্ষণ নিতে লজ্জা পায়। এক্ষেত্রে তাদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।"

শহীদুল করিম, পরিচালক, ফেয়ার লাইফ মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র বলেন যে- "মাদকাসক্তদের মাদকাসক্ত থাকার কারণে যে লেখা-পড়ার গ্যাপ পরে তা দূর করা যায় না। এক্ষেত্রে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে স্কুল বা কলেজের শিক্ষকগণ এখানে এসে ক্লাস নিতে পারেন কি না? চিকিৎসা যেখানে, শিক্ষা সেখানে। অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আমাদের এ বিষয়ে সহায় করতে পারেন কিনা?"

মো: [illegible] হক, পরিচালক, আশ্রয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র বলেন যে- "মাদকাসক্তদের চিকিৎসা প্রদানের পরে তাদেরকে প্রশিক্ষণে পাঠানো যায় না। অনেকেই এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে না।"

মো: আবুল হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক, খুলনা বলেন যে- "জেলা পর্যায়ে মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের প্রশিক্ষণ দিলে ভালো হয়। প্রনোদনা না দিয়ে প্রশিক্ষণের জন্য মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোকে ডোনেশন দেয়া যেতে পারে। একজন মাদকাসক্তি রোগী ভর্তির সময় বলবে সে কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে চায়। এ জন্য ক্লায়েন্ট মনিটরিং ফর্ম সংশোধন করা যেতে পারে।"

মো: [illegible]রুল্লাহ কাজল, অতিরিক্ত পরিচালক, রাজশাহী বলেন যে-"মাদকাসক্ত রোগী চিকিৎসার ০৩-০৪ মাস পর স্বাভাবিক অবস্থায় [illegible] পরে কেন্দ্র থেকে রিলিজ না করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।"

মো: ফজলুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক, ঢাকা বলেন যে "মাদকাসক্ত রোগীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা একটি জটিল সমস্যা। সমাজে তাদের প্রতি স্টিগমা রয়েছে। সহজে কেউ তাদের গ্রহণ করে না। বিজিএমইএ ও বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠন গুলোর সাথে আমরা মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন কর্মসূচি নিয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে পারি এবং তারা কোন কোন সেক্টরে মাদকাসক্ত রোগীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে পারে সে অনুযায়ী আমরা প্রশিক্ষণ দিতে পারি।"

মো: জাহিদ হোসেন মোল্লা, অতিরিক্ত পরিচালক, সিলেট বলেন যে- "মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের বিষয়ে একটি গবেষণা জরুরি। প্রশিক্ষণ যেহেতু একটি বিশেষ ক্ষেত্র এ জন্য আলাদা একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করতে হবে।সিএসআর খাতের অর্থ এখাতে ব্যয় করতে হবে। তাহলে ফান্ডের সমস্যা সমাধান হবে। সরকারের যুব ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে একযোগে আমাদের কাজ করতে হবে।"

মো: মাসুদ হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক, রংপুর বলেন যে- "মাদকাসক্ত রোগীরা সবাই একই ক্যাটাগরির নয়। এ বিষয়টা মাথায় রেখে পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। যুব উন্নয়নের প্রশিক্ষণ সিডিউলের সাথে আমরা কিভাবে সংযুক্ত হবো সে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।"

উক্ত কর্মশালায় মাদকাসক্ত রোগীদের পুনর্বাসনের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করা হয়:

১. মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের জন্য অধিদপ্তর থেকে একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। এজন্য দ্রুত DPP প্রণয়ন করা যেতে পারে।

২. বেকার মাদকাসক্তদের চিকিৎসার পর বিজিএমইএসহ প্রাইভেট সেক্টরের সাথে MoU এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৩. সমাজসেবা অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সরকারি সংস্থা/অধিদপ্তর এর উদ্যোগে বিনামূল্যে মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসার পর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট থেকে অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া।

৪. মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসার পর তাদেরকে নিয়ে গবেষণা করে প্রায়োগিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা/নিরাময় কেন্দ্র থেকে কাউন্সেলিং করা।

৫. প্রশিক্ষণের জন্য বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে বাজেট বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে।

৬. মাদকাসক্তদের চিকিৎসার পর ডাটা বেজে অন্তর্ভুক্ত করা যাতে চিকিৎসার পর সহজেই ট্র্যাকিং করা ও কেস হিস্ট্রি বিশ্লেষণ করে পরবর্তী চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৭. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে MoU করে শিক্ষা কারিকুলামে পাঠ্যপুস্তকে মাধ্যমিক থেকেই মাদকের ভয়াবহতা বিষয়ে পাঠসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা।

অত:পর আরো কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৪/৮/১৮

মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার
মহাপরিচালক

নং-৫৮.০৪.০০০০.০০৮.০৬.০২.১৮/ তারিখ:

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)

১। সিনিয়র সচিব, সুরক্ষা বিভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। পরিচালক (প্রশাসন/চিকিৎসা ও পুনর্বাসন/নিরোধ শিক্ষা/অপারেশনস)মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা/
চীফ কনসালটেন্ট, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, তেজগাঁও ,ঢাকা।
৬। জনাব মাসুদা আকন্দ, পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।
৭। অতিরিক্ত পরিচালক,মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর,বিভাগীয় কার্যালয়,(সকল)-----------------------
৮। অতিরিক্ত পরিচালক (গোয়েন্দা), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৯। সিস্টেম এনালিস্ট, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। [ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]
১০। উপ-পরিচালক(প্রশাসন/নিরোধ শিক্ষা/অপারেশনস/পরিকল্পনা ও অর্থ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর,প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১১। ডাঃ মো: রাহেনুল ইসলাম, রেসিডেন্ট সাইকিয়াট্রিস্ট, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা।
১২। ডাঃ কাজী লুতফুল কবীর রেসিডেন্ট সাইকিয়াট্রিস্ট, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা।

১৩। সহকারী পরিচালক(প্রশাসন/অপারেশনর্স/প্রশাসন ও অর্থ/ চিকিৎসা ও পূণর্বাসন/নিরোধ শিক্ষা/গবেষনা ও প্রকাশনা/গোয়েন্দা) প্রধান কার্যালয়,ঢাকা।
১৪। সহকারী প্রোগামার ,মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর,প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৫। জনাব মো: তানভীর হাসান, টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর, (অ্যাডভোকেসি এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং,) এইচআইভি প্রোগ্রাম; কেয়ার বাংলাদেশ।
১৬। জনাব এস এম আবদুল্লাহ আল-রেজা,প্রজেক্ট ম্যানেজার,আসক্ত পুনর্বাসন সংস্থা (আপস) রাজশাহী।
১৭। চেয়ারম্যান, প্রোমিসেস মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র।
১৮। জাতীয় পরিচালক, বাংলাদেশ ইয়ুথ ফাস্ট কনসার্ন,সাভার, ঢাকা।
১৯। পরিচালক, আহছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে, শ্যামলি, ঢাকা ।
২০। পরিচালক, বারাকা, সাভার, ঢাকা।
২১। পরিচালক, সেফ হোম মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা।
২২। বেসরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, মিরপুর ফোরাম।
২৩। বেসরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, উত্তরা ফোরাম।
২৪। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

(মু. নুরুজ্জামান শরীফ এনডিসি)
পরিচালক(চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)
অতিরিক্ত দায়িত্বে
ফোন: ০২-৪৮৩২২১৯৬
E-mail: dirtr@dnc.gov.bd